অজ্যাতে অনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকম্ নিরঞ্জনমেবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎকাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণম-কাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপিকর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎকুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাদিত্যেষা। তদেবং জ্ঞানস্য ভক্তিসংসর্গং বিনা কর্ম্মণশ্চ তদুপপাদকত্বং বিনা ব্যর্থত্বংব্যক্তম্। কিঞ্চ, জুগুপ্সিতঃ ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাব-রক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। ইত্যাদিকমুক্ত্বাহ—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথপতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ" ॥ ২৩ ॥

যে বস্তুটি জগতের সৃষ্টি জগতের পালন এবং জগতের সংহারাদি লীলা-যুক্ত, সেই বস্তুতেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। তাহা হইলে কেমন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের বাসুদেবপরত্ব সম্ভব হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন —সেই বাসুদেবই অগ্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাটি চারিটি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখা। "ইদং" মহত্ত্বে হইতে আরম্ভ করিয়া বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত যেমন শ্রীবাসুদেব এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাসুদেবের প্রবেশ ও সংহারাদিলীলা বর্ণন করা হইয়াছে—এইটি দেখিয়া লইতে হইবে। শ্রীসূত শ্রীশৌনককে প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোক হইতে দ্বাবিংশতি পর্য্যন্ত শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণরূপ শ্রীনারদব্যাস সংবাদেও শ্রীমদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম-অধ্যায়ে—হে মুনিবর ! নৈষ্কর্ম্ম্য এবং নিরঞ্জনজ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞানও অতিশয় শোভা পায় না। তাহা হইলে নিরন্তর অমঙ্গলরূপ নিষ্কামকর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তবে সে কর্ম্মও যে অতিশয়রূপে শোভা পায় না—তাহা বলাই বাহুল্য। ইতি শ্লোকার্থ। শ্লোকটিতে জ্ঞানের দুইটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—একটি নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপরটি নিরঞ্জন ; তন্মধ্যে নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ নিষ্কর্ম্ম-ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সহিত একাকারতা প্রাপ্ত, অঞ্জিত অর্থাৎ লিপ্ত হয়। ইহা দ্বারা এই ব্যুৎপত্তিতে অঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধি। সেই উপাধিশূন্য জ্ঞানের নাম নিরঞ্জন। জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানভেদে জ্ঞানের তিনটী উপাধি। সেই তিনটি উপাধিশূন্য এবং ব্রহ্ম স্বরূপের সঙ্গে একাকারতা প্রাপ্ত জ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে অতিশয় শোভা পায় না। অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের